# শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনী আচরণবিধিমালা-২০২৫

## ১. শিরোনাম

(ক) এই বিধিমালা "**শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আচরণবিধিমালা-২০২৫**" নামে অভিহিত হবে।

(খ) এই বিধি শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

## ২. মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার

(ক) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিলের সময় কোন প্রকার মিছিল করা যাবে না। প্রার্থী, প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারীসহ ৫ জনের বেশি নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে আসা যাবে না।

(খ) কোন প্রার্থী কর্তৃক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় অন্য কোন প্রার্থী বা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অন্য কোন সংগঠনের কেউ কোন প্রকার বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না ।

(গ) প্রার্থীকে সশরীরে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার করতে হবে।

(ঘ) প্রার্থী নিজ উদ্যোগে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি এন্ড মলিকুলার বায়োলজি (বিএমবি) বিভাগে ডোপ টেস্টের স্যাম্পল দেয়ার পর প্রাপ্ত রসিদটি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিবেন।

(ঙ) নির্বাচন কমিশন অফিস সকল প্রার্থীর ডোপ টেস্ট রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। ডোপ টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ হলে প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রয়োজনে ডোপ টেস্ট রিপোর্ট সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন গঠিত রিভিউ কমিটির চূড়ান্ত মতামত নেয়া হবে। ডোপ টেস্টের রসিদ ব্যতীত কোন মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে না। অসত্য ও অসম্পূর্ণ তথ্যের জন্য মনোনয়নপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

## ৩. নির্বাচনে যানবাহন ব্যবহার

(ক) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র জমাদান, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার বা নির্বাচনী প্রচারণায় কোন ধরনের যানবাহন, মোটরসাইকেল, রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, হাতি, ব্যান্ড পার্টি ইত্যাদি নিয়ে কোনরূপ শোভাযাত্রা, শোডাউন বা মিছিল করা যাবে না।

(খ) নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা-নেয়ার জন্য প্রার্থী বা প্রার্থীর পক্ষ থেকে কোন প্রকার যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না।

(গ) নির্বাচনের দিন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে শুধু প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত যানবাহন (স্টিকারযুক্ত গাড়ি/যানবাহন) নির্বাচনী এলাকায় চলাচল করতে পারবে।

(ঘ) স্টিকারসহ যানবাহন চলাচলের বিষয়টি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রক্টর অফিস তত্ত্বাবধান করবে।

(ঙ) নির্বাচনের দিন প্রার্থী/ভোটার/শিক্ষার্থীরা ভোট কেন্দ্রে আসার ক্ষেত্রে নিজ খরচে বাই-সাইকেল, টমটম, ইজি বাইক, প্যাডেল রিক্সা (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে সবসময় চলাচলকারী) ব্যবহার করতে পারবেন।

## ৪. নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা

(ক) নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী দলমত নির্বিশেষে সমান অধিকার পাবেন।

(খ) প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার দিন থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হবার ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রচার-প্রচারণা করতে পারবেন। প্রতিদিন প্রচারের সময় সকাল ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:০০ টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। ক্যাম্পাস এলাকায় সকল প্রকার প্রচারকার্যে কোন ধরণের সাউন্ড সিস্টেম বা মাইক ব্যবহার করা যাবে না।

(গ) শাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটার/প্রার্থী ব্যতীত অন্য কেউ কোনভাবেই কোন প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রচার প্রচারণা চালানো যাবে না ।

(ঘ) একডেমিক ভবনে যেখানে ক্লাস-পরীক্ষা হয় সেখানে কিংবা আশেপাশে সভা/সমাবেশ করা যাবে না। ক্লাস-পরীক্ষাসহ শিক্ষা কার্যক্রমে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়, এমন কোন কাজ যেমন কোন ধরনের সাউন্ড সিস্টেম বা মাইক ব্যবহার করা যাবে না।

## ৫. অনলাইন/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা

(ক) অনলাইন/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার-প্রচারণা চালানো যাবে, তবে তা অবশ্যই আইনসিদ্ধ ইতিবাচক পদ্ধতিতে হতে হবে।

(খ) দেশের প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ এমন কোন কাজ অনলাইন/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করা যাবে না ।

(গ) নির্বাচনী প্রচারণায় ও প্রচারপত্রে কিংবা প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমণ, চরিত্র হনন, গুজব, মানহানিকর আচরণ, অশালীন উক্তি, উস্কানিমূলক কোন কথা কিংবা কারো বিরুদ্ধে কোন অসত্য তথ্য



CamScanner

ছড়ানো, কোন ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দল বা সংশ্লিষ্ট কারো অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন কোন কিছু করা যাবে না। সর্বোপরি নির্বাচন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন প্রচারণা করা যাবে না।

(ঘ) এ ধরনের কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচনের জন্য ক্ষতিকর যে কোন অনলাইন সাইট/গ্রুপ বন্ধ, কন্টেন্ট ডিলিট এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কমিশনের মনিটরিং সেল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে।

### ৬. নির্বাচনী সভা/সমাবেশ

(ক) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোন সভা/সমাবেশ করতে চাইলে দিন, সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট হতে লিখিত অনুমতি নিতে হবে। এরূপ অনুমতি প্রার্থীদের লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করা হবে। অনুমতি পাবার পরে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিতব্য সেই সভার স্থান ও সময় সম্পর্কে প্রক্টর/সংশ্লিষ্ট প্রভোস্ট অফিসকে আগেই অবহিত করতে হবে। একই স্থানে একই সময়ে একাধিক পক্ষ সভা/সমাবেশ করতে পারবে না। একাডেমিক ভবনের ভিতরে কোন সভা করা যাবে না। সভা/সমাবেশে কোন মাইক ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীগণ কেবলমাত্র লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার করতে পারবেন। কোন রকম পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না। লিফলেট বা হ্যান্ডবিল-এ প্রার্থী নিজের সাদাকালো ছবি ব্যতীত অন্য কারো ছবি বা কোন প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না।

(গ) সভা/সমাবেশ করার ক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশনার থেকে অন্তত ২৪ ঘণ্টা পূর্বে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) একজন প্রার্থী বা একটি প্যানেলের পক্ষে প্রতিটি হলে ১টি সহ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ৪টি প্রজেকশন মিটিং করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ১১ নম্বর বিধি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

(ঙ) কোন প্রার্থী বা তার পক্ষে কোন সংগঠন হলের অভ্যন্তরে বা ক্যাম্পাসে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোন সভা/সমাবেশ করতে পারবেন না।

(চ) তফসিল ঘোষণা করার পর থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই নিজ নিজ পরিচয়পত্র বহন করতে হবে।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বার ও ক্যাম্পাস এলাকায় জনগণ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন সড়কে জনসভা/পথসভা/সমাবেশ করা যাবে না।

(জ) পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে এমন কোন স্থানে (যেমন-শ্রেণিকক্ষ, পাঠকক্ষ, পরীক্ষার হল ইত্যাদি) সভা/সমাবেশ বা নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না। শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও করিডোরে কোন মিছিল করা যাবে না।

(ঝ) ক্যাম্পাস এলাকায় কোন ধর্মীয় উপাসনালয়ে কোন প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও অডিটোরিয়ামের ভিতরে সভা-সমাবেশে কেবল সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে। তবে কোনক্রমেই বিকাল ৫:০০ ঘটিকার পরে কোথাও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে না।

(ট) প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রার্থীদের সভা/সমাবেশ এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান ব্যাহত বা পণ্ড হতে পারে বা গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে, এমন কোন কাজ করা যাবে না।

(ঠ) কোন সভা/সমাবেশ বা নির্বাচনী প্রচার কাজে বাধাদানকারী বা গোলযোগ সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(ড) নির্বাচনকালীন কোন বহিরাগত কোন আবাসিক হলে অবস্থান করতে পারবে না। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে, তবে তৎক্ষণাৎ বহিরাগত এবং যে শিক্ষার্থী তাকে থাকতে দিবে দুজনকেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হবে।

### ৭. প্রচার-প্রচারণায় লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও দেয়াল লিখন

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় শুধুমাত্র সাদাকালো লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে লিফলেট বা হ্যান্ডবিল এর সাইজ অনধিক ৬০ সে.মি. × ৪৫ সে.মি. এর বেশী হতে পারবে না। কোন রকম পোস্টার ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) লিফলেট বা হ্যান্ডবিল-এ কোন প্রার্থী নিজের সাদাকালো ছবি ব্যতীত অন্য কারো ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারবেন না ।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হল এলাকায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেইট ও আশপাশের এলাকায় অবস্থিত কোন প্রকার স্থাপনা, দেয়াল, যানবাহন, বেড়া, গাছ-পালা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোন দণ্ডায়মান বস্তুতে লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না।

(ঘ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল-এর ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

(ঙ) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোন সংগঠন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন কালি/চুন/কেমিক্যাল দ্বারা দেয়াল বা যানবাহনে কোন লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্রাঙ্কন করে নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারবেন না।

(চ) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কেউ নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোন রকমের পোস্টার/বিলবোর্ড/ফেস্টুন ব্যবহার করতে পারবেন না।



CamScanner

**৮. আলোকসজ্জা ও স্থাপনা**

(ক) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোন সংগঠন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন গেইট/তোরণ/টেন্ট/ক্যাম্প আলোকসজ্জা করতে পারবেন না।
(খ) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কেউ নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোন রকমের স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে মঞ্চ স্থাপন করতে পারবেন না।

**৯. অনুদান, খাদ্য পরিবেশন ও উপঢৌকন প্রদান এবং পোশাকে প্রচারণামূলক বক্তব্য**

(ক) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোন সংগঠন, ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নির্বাচনকে লক্ষ্য বা কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন শিক্ষার্থী/সংগঠন/প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি করতে পারবেন না।

(খ) নির্বাচনী প্রচারকালীন ও নির্বাচনের দিন ভোটারদের কোনরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করা যাবে না।
(গ) ভোটারদের কোনরূপ উপঢৌকন বা বকশিস ইত্যাদি প্রদান করা যাবে না।
(ঘ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোন প্রার্থীর ছবি বা তাঁর পক্ষে প্রচারণামূলক কোন বক্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, ক্যাপ, টি-শার্ট, জ্যাকেট, হুডি, ফতুয়া বা কোন ধরনের পোশাক ব্যবহার করা যাবে না।

**১০. উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃংখল আচরণ**

(ক) নির্বাচনী প্রচারকালীন ব্যক্তি বা সংগঠনকে লক্ষ্য করে আক্রমণাত্মক বক্তব্য প্রদান, গুজব ছড়ানো বা কোন ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোন বক্তব্য প্রদান করা বা গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা যাবে না। এমন অভিযোগ উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট দাখিল করা যাবে। নির্বাচন কমিশন বিষয়টি যাচাই করবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
(খ) উচ্ছৃংখল, শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও শান্তি বিনষ্টকারী আচরণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
(গ) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা ভোটারকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ ও ভোটদানে বাধাগ্রস্ত করতে পারবেন না।

**১১. প্রচারণার জন্য ছেলে প্রার্থীদের মেয়েদের হলে এবং মেয়ে প্রার্থীদের ছেলেদের হলে প্রবেশাধিকার**

(ক) নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে ছেলে প্রার্থী মেয়েদের হলে এবং মেয়ে প্রার্থী ছেলেদের হলে সংশ্লিষ্ট প্রভোস্ট/রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি নিয়ে শুধুমাত্র প্রজেকশন সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে পারবেন।
(খ) প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট/রিটার্নিং অফিসারের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে হবে।

**১২. ভোটার স্লিপ প্রদান**

(ক) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে অন্য কেউ নির্বাচনের দিন ভোটার স্লিপ প্রদান করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে ভোট কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনভাবেই ভোটার স্লিপ বিতরণ করা যাবে না।
(খ) ভোট চলাকালীন ভোট কেন্দ্রের আশেপাশে কোন রকম জটলা তৈরী করা যাবে না, কিংবা কোন প্রকার প্রচার-প্রচারণা করা যাবে না।

**১৩. ভোটদানের সময় ও ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার**

(ক) ভোট প্রদানের সময় ভোটের দিন সকাল ৯.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত। ভোটারগণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করবেন।
(খ) কোন প্রার্থী/প্যানেল এর পক্ষে পোলিং এজেন্ট দিতে চাইলে নির্বাচন দিনের ৭২ ঘন্টা আগে প্রার্থীকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে আবেদন করে অনুমতি ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। অনুমতি ও পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই পোলিং এজেন্ট হিসেবে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না ।
(গ) ভোটারগণ ভোটকেন্দ্রে মোবাইল ফোন ও কোন প্রকার ইলেকট্রনিক ডিভাইস নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।
(ঘ) নির্বাচনী কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ তাঁদের নির্ধারিত স্থানে ভোটের ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবেন। তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন এবং কোনভাবেই ভোট চলাকালীন তাঁরা অন্য কোন কেন্দ্রে যেতে পারবেন না।
(ঙ) প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয় পত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে গণমাধ্যমকর্মীরা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে এবং ছবি তুলতে পারবেন। তবে, কোন ক্রমেই ভোটকেন্দ্রের বুথসমূহে প্রবেশ করতে পারবেন না। উল্লিখিত সকলকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) নিকট থেকে নির্বাচন দিনের ৭২ ঘন্টা আগে আবেদনের মাধ্যমে অনুমতি ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।



CamScanner

(চ) ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বুথ ছাড়া অন্যান্য স্থানের লাইভ সম্প্রচার করা যাবে। উল্লেখ্য, একসাথে কোন টিভি চ্যানেলের ক্ষেত্রে দুইজন (সংবাদকর্মী ও ফটোগ্রাফার) এবং প্রিন্ট সংবাদ মাধ্যম কর্মীদের ক্ষেত্রে একজন ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি পাবেন।

**১৪. ভোটকেন্দ্র ও ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের অবস্থান**

(ক) প্রতিটি ভোটকেন্দ্র (বুথ ব্যতীত) সিসি টিভির আওতায় থাকবে। ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে নেয়ার আগে স্বচ্ছ ও খালি ভোট বাক্স সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে দেখানো হবে।
(খ) ভোটারগণ সব সময় তাদের নিজ নিজ বৈধ পরিচয়পত্র বহন করবেন।
(গ) ভোটদানের উদ্দেশ্যে ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রের বাইরে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাঁড়াবেন। ভোটের লাইন ব্যতীত ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে জটলা তৈরী করা যাবে না এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান করা যাবে না।
(ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের পরিচিত/মনোনীত কারো মাধ্যমে ভোট দিবেন। তবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ভোটারের পরিচিত/মনোনীত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা ৪৮ ঘন্টা আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ভোটারকে ভোট প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
(ঙ) প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিন থাকবে, যেখানে ভোটকেন্দ্রের ভিতরের কার্যক্রম (বুথ ব্যতীত) দেখানো হবে।

**১৫. নিরাপত্তার বিষয় ও বহিরাগত প্রবেশ**

(ক) নির্বাচনের সময় সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত থাকবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী, বিএনসিসি/রোভার স্কাউটস সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে।
(খ) যে কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করা হবে।
(গ) নিরাপত্তার স্বার্থে নির্বাচনের দিন ভোটার এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত ক্যাম্পাসে অন্য সকলের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে ।

**১৬. ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ**

(ক) ভোট প্রদানের সময় শেষ হলে নিয়মানুযায়ী গণনা শুরু হবে। ভোট গণনার সময় কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নির্বাচন কমিশন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও পোলিং এজেন্ট ছাড়া কেউ প্রবেশ কিংবা অবস্থান করতে পারবেন না।
(খ) ভোট গণনাকালীন ভোটকেন্দ্রের ভিতরের কার্যক্রম কেন্দ্রের বাইরে স্থাপিত এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি প্রদর্শন করা হবে।
(গ) ভোট গণনা শেষে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে মিডিয়ার উপস্থিতিতে সকলের সামনে ভোটের ফলাফল প্রকাশ করবে।

**১৭. বিস্ফোরক, দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন**

(ক) নির্বাচনী প্রচারণা ও নির্বাচন চলাকালে বিস্ফোরক, দেশীয় অস্ত্র (যেমন: লাঠি-সোটা, রড, হকিস্টিক, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি) ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
(খ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্য কিংবা অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ কোন রকম দেশীয় অস্ত্র বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবেন না।

**১৮. নির্বাচনী আচরণবিধিমালা লংঘন**

(ক) নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনবোধে স্বপ্রণোদিতভাবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবেন।
(খ) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কেউ বা কোন ভোটার নির্বাচনী আচরণবিধি ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে, অথবা রাষ্ট্রীয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অন্য যে কোন দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

**নির্বাচন সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।**



CamScanner